

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট,

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা আক্তার

রোলঃ 23090120311

২০শে নভেম্বর, ২০২৫ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট,

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা আক্তার

রোলঃ 23090120311

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা” বিষয়ক গবেষণাপত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিনা আক্তার, আইডিঃ 23090120311 সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধানেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

আকীদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আরমান উস্তাদের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাক্ষর

তারিখঃ

২০শে নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সাবরিনা আক্তার

আইডিঃ 23090120311

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	5
ইসলামে সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল দর্শন	6
মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতার মর্মার্থ	8
দুনিয়া বনাম আখিরাতের সফলতা	15
দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের তুলনা	18
জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয়ভীতি	26
মহাসফলতা অর্জনের পাথেয়	32
চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে নাজাত: জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ	43
উপসংহার	49
তথ্যসূত্র	51

ভূমিকা

মানবজীবনের পথচলায় সফলতা ও ব্যর্থতা এমন দুটি বাস্তবতা, যা অতিক্রম করা ছাড়া কোন মানুষই চলতে পারে না। কখনো সফলতা মানুষের মনে আশার আলো জ্বালায়, আবার কখনো ব্যর্থতা তাকে থমকে দাঁড় করায়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড কেবল পৃথিবীমুখী অর্জন বা সাময়িক ক্ষতিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা প্রসারিত হয় আখিরাতের অনন্ত জীবনের দিকে। ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ায় অর্জিত সাফল্য প্রকৃত সফলতা নয়, যদি তা মানুষকে তার আল্লাহর সন্তুষ্টি ও চূড়ান্ত নাজাতের দিকে না নিয়ে যায়। একইভাবে বাহ্যিকভাবে ব্যর্থ বলে বিবেচিত অনেক পরিস্থিতিও আল্লাহর নিকট প্রকৃত সাফল্যের কারণ হতে পারে, যদি তা বান্দাকে তার রবের দিকে নিয়ে যায়।

ইসলাম এমন একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যেখানে দুনিয়া ও আখিরাতকে পৃথক দুটি জগৎ হিসেবে দেখা হলেও তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়া পরীক্ষার ক্ষেত্র, আর আখিরাত তার ফল প্রকাশের স্থান। মানুষ দুনিয়ায় যে পথ বেছে নেয়, যে নীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করে, এবং যে আমল করে তার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় তার চূড়ান্ত সফলতা বা ব্যর্থতা। এ কারণেই কুরআনে 'ফালাহ' বা সফলতার কথা বারবার এসেছে; এবং সেই সফলতা আল্লাহর সন্তুষ্টি, সৎপথের অনুসরণ এবং পরকালের নাজাত অর্জনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

অন্যদিকে আখিরাতের শাস্তি, আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং হেদায়েতের পথ থেকে বিচ্যুতি ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানুষের জীবনের সর্বোচ্চ ব্যর্থতা।

ইসলামে সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল দর্শন

মানবসভ্যতার ইতিহাসে সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনার অভাব নেই। মানবসভ্যতা কখনো সম্পদকে, কখনো জ্ঞানকে, কখনো সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে, কখনো আবার সামাজিক প্রভাব বিস্তারকে সফলতার মানদণ্ড হিসেবে দেখেছে। কিন্তু মানুষের জীবনের উৎপত্তি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী এক বুদ্ধিমান সত্তা। মানুষের প্রধান দায়িত্ব, আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেওয়া ও স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁর আদেশ মেনে চলাও নিষেধ থেকে দূরে থাকা। যারা কিনা আল্লাহকে এক ও একক হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁরই ইবাদত করবে এবং আল্লাহর সাথে কাউকেই শরিক করবে না, তাদের জন্য মৃত্যুপরবর্তী জীবনে আল্লাহ মহাসফলতা ও পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন আর তা হলো, আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত।

জান্নাত হলো মহান রবের পক্ষ থেকে তার প্রিয় ও অনুগত বান্দাদের জন্য বরাদ্দকৃত মহাপুরস্কার; বিরাট প্রতিদান। যে কিনা এই পুরস্কার প্রাপ্ত হবে, তার অভিধানে ‘অপ্রাপ্তি’ বলে কোনো কিছুই অস্তিত্ব থাকবে না। সেই অর্জন করবে মহাসফলতা। আল্লাহ তাআলার দেওয়া এই শ্রেষ্ঠ নিয়ামত ও এর সুখ-শান্তি কখনোই শেষ হবে না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলের জবানিতে জান্নাতের যে বিবরণ দিয়েছেন, তা রীতিমতো বিস্ময়কর ও কল্পনাশীল—

أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

আমি আমার সৎ বান্দাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি এমন প্রতিদান, যার সৌন্দর্য ও বিশালতা কোনো চোখ দেখেনি, যার বিবরণ কোনো কান শোনেনি; এমনকি যার কল্পনাও কারো হৃদয়ে জাগেনি। [সহিহুল বুখারি: ৪৭৭৯; সহিহ মুসলিম: ২৮২৪]

এরপর আল্লাহর রাসুল বলেন, তোমরা চাইলে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে পারো-

*فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“কেউ জানে না, কর্মের প্রতিদান হিসেবে তাদের জন্য চোখ-জুড়ানো কী কী পুরস্কার দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছে!” [সূরা সাজদা, আয়াত: ১৭]

দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম ও ভোগ্য উপকরণের সঙ্গে জান্নাতের নিয়ামত ও পুরস্কারের তুলনা করলে, খুব সহজেই এর মাহাত্ম্য ও বিশালতা অনুভব করা যায়। কারণ, জান্নাতের নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়ার তাবৎ উপকরণ নিতান্ত তুচ্ছ; এমনকি ভুলনারও অযোগ্য। সাহল ইবনু সাদ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতের চাবুক পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া ও দুনিয়ার নবকিছুর চেয়ে উত্তম।' [সহিহ্‌ল বুখারি: ৩২৫০; ফাতহুল বারি, খন্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৩১৯]

কারণেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতপ্রাপ্তিকে 'মহাসাফল্য' ও 'চূড়ান্ত মুক্তি' বলে অভিহিত করা হয়েছে-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ...

“প্রতিটি প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। তখন যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই হবে সফল।” [সূরা আলি-ইমরান, আয়াত: ১৮৫]

সুতরাং সফলতা ও ব্যর্থতা শুধু দুনিয়ার অর্জন বোঝায় না; বরং আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য, নৈতিক চরিত্র, ইবাদত, পরিশুদ্ধতা এবং আখিরাতের নাজাতমুখী জীবনই প্রকৃত সফলতার স্বরূপ।

মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতার মর্মার্থ

মহাসাফল্যের মর্মার্থ: (الفون) আল ফাওয শব্দটি আরবী, এর অর্থ হল নিরাপত্তার সাথে কল্যাণ অর্জন ও সব ধরনের অপছন্দনীয় ও ক্ষতিকর জিনিস থেকে নাজাত লাভ।

(العظيم) আল আযীম শব্দটিও আরবী, যেমন বলা হয়:

عَظُمَ الشَّيْءُ: অর্থঃ মহান হওয়া, বড় হওয়া। অতঃপর রূপক অর্থে সব বড় জিনিসকে আযীম বলা হয়। চাই তা স্পর্শকর জিনিস হোক বা বিবেকের জিনিস অর্থগত। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, বস্তুগত হোক বা

قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٧﴾
[সূরা: সোয়াদ: ৬৭-৬৮]

“বল, এটি এক মহাসংবাদ। তোমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে আছ। [সূরা: সোয়াদ: ৬৭-৬৮]

আল্লাহ তা'আলা মহাসাফল্য সম্পর্কে বলেছেন,

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসাফল্য।”
[সূরা আত-তাওবা: ৭২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওতা'আলা আরো বলেছেন,

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا [التوبة: ১০০] عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট

হয়েছে। আর যার তলদেশে তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।” [সূরা আত্-তাওবা: ১০০]

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি জান্নাত লাভ করল সে মহাসাফল্য অর্জন করল। আল্লাহ কুরআনে জায়গায় এ কথা উল্লেখ করেছেন।¹ আল্লাহ এ সাফল্যের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾
[البروج: ১১]

“নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা।” [সূরা: আল-বুরুজ: ১১]

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট সফলতার কথা অন্যত্র বর্ণনা করেছেন,

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ
[الانعام: ১৫, ১৬]

“বল, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই তবে নিশ্চয় আমি ভয় করি মহা দিবসের আযাবকে। সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হবে নেয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই প্রকাশ্য সফলতা।” [আল-আন'আম: ১৫-১৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

الْجَانَّةِ] فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٣٠﴾
[৩০]

1 আল-মুজামুল মুফাহরিস লি আল-ফাযিল কুরআনিল কারীম: পৃষ্ঠা ৫২৭।

“অতঃপর যারা ঈমান এ নেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব পরিণামে তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য।” [সূরা: আল-জাসিয়া: ৩০]

স্পষ্ট, বিরাট ও মহাসাফল্য হলো, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ ও জান্নাতে প্রবেশ। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
[العمران: ١٨٥] فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿

“প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।” [আলে ইমরান: ১৮৫]

আল্লাহ তা 'আলা কতিপয় জান্নাতীদের কথা বর্ণনা করে বলেন,

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا *إِلَّا مَوْتَتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ *أَفَمَا نَحْنُ بِمَعِينِينَ
[الصافات: ৫৮, ৫৯] فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿

"(জান্নাতবাসী ব্যক্তি বলবে) 'তাহলে আমরা কি আর মরব না? আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, আর আমরা কি আযাবপ্রাপ্ত হব না? নিশ্চয় এটি মহাসাফল্য! এরূপ সাফল্যের জন্যই 'আমলকারীদের আমল করা উচিত।' [সূরা : আস্-সাফাত: ৫৮-৬১]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَرَوِّجْنَهُمْ
بِحُورٍ عَيْنٍ يَدْخُلُونَ فِيهَا مِنْ كُلِّ فَلَكَةٍ عَامِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَّعْنَهُمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ [الدخان: ৫১, ৫২]

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও বর্ণাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আশ্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের

আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ তো মহাসাফল্য।” [সূরা : আদ-দুখান: ৫১-৫২]

এটাই আল্লাহ তা'আলা সাদিকীনদের সম্পর্কে বিশেষ করে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেছেন,

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আল্লাহ বলবেন, ‘এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সততা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জান্নাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য।’ [আল-মায়দা: ১১৯]

এ ছাড়াও অনেক আয়াতে এ মহা সফলতা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।
আল্লাহ তা'আলা এ মহা সফলতার পথে চলার উপায়সমূহ ও যে সব কাজ করলে এ সফলতা অর্জন করা যায় তা আল কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য অর্জন করল।” [সূরা: আল-আহযাব: ৭০-৭১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [النساء: ১৩]

“এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা।” [আন-নিসা: ১৩]

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿

“আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহাসফলতা।” [আন নিসা:১৩]

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য।

অর্থাৎ, কৃতকার্যতা ও সফলতার যোগ্য একমাত্র সেই সমস্ত লোক, যারা নিজেদের সকল ব্যাপারে আল্লাহ ও রসূলের ফায়সালাকে আনন্দচিত্তে মেনে নেয়, আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণ করে এবং তারা সংযম ও আল্লাহ-ভীতির সকল গুণে গুণান্বিত। তারা সফলতার উপযুক্ত নয়, যারা উক্ত গুণের অধিকারী নয়।

চূড়ান্ত ব্যর্থতার মর্মার্থ:

خَسِرَ - অর্থ ক্ষতি, ব্যর্থতা, লোকসান, পথহারা হওয়া ইত্যাদি। যেমন বলা হয়:

خَسِرَ التَّاجِرُ: غُبِنَ فِي تِجَارَتِهِ، وَنَقَصَ مَالُهُ

লোকটি ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হলো। আবার বলা হয়, সে ধ্বংস হলো ও পথহারা হলো। এগুলো প্রকাশ্য ও বস্তুগত অর্থের ব্যবহার যেমন ধন সম্পদ। আর হতে পারে যেমন, স্বাস্থ্য, সুস্থতা, বিবেক, ঈমান, সাওয়াব ইত্যাদি। এ অর্থে ই আল্লাহ তা 'আলা স্পষ্ট ক্ষতি ও বড় ব্যর্থতা বুঝিয়েছেন। অন্তর্নিহিত অর্থের দিক থেকে এর ব্যবহার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন,

قُلْ إِنْ خَيْرَيْنِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿[الزمر: ১০]

“বল, নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামত দিবসে নিজেদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ এটাই স্পষ্ট ক্ষতি।” [সূরা আয-যুমার: ১৫]

আল্লাহ তা'আলা যালিমদের সম্পর্কে বলেছেন,

وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ، وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَّةٍ مِّن سَبِيلٍ (وَتَرْتَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعَاتِ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ مِنْ

“আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তারপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যালিমদেরকে দেখবে যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি? তুমি তাদেরকে আরও দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর কিয়ামতের দিন মুমিনগণ বলবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে! সাবধান! যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে।” [সূরা আশ-শূরা: ৪৪-৪৫]

যে সব আমল স্পষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন করে সে সব আমল সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ
[النساء: ১৪]

"আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব।" [সূরা আন-নিসা: ১৪]

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ
[التوبة: ৬৩]

"তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহালাঞ্ছনা।" [আত-তাওবা: ৬৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا
[النساء: ১১৯]

"আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল।" [সূরা আন-নিসা: ১১৯]

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
[المائدة : ٥]

"আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [আল-মায়দা: ৫]

আল্লাহ তা 'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের মহা ক্ষতি ও ব্যর্থতার কারণ হলো আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানি করা।

দুনিয়া বনাম আখিরাতের সফলতা

মানুষ জন্মগতভাবেই সফলতার অন্বেষী। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে সে সাফল্যকে মাপে সম্পদ, আরাম-আয়েশ, পদমর্যাদা, পরিচিতি এবং সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সফলতা একটি দ্বিমাত্রিক ধারণা—দুনিয়ার সফলতা এবং আখিরাতের সফলতা। এই দুই সফলতার প্রকৃতি, স্থায়িত্ব ও পরিণতি পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে বলেন:

“জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা, বাহুল্য, পারস্পরিক গর্ব এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রতিযোগিতা।”

(اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ)
[সূরা হাদীদ: ২০]

এই আয়াত দেখিয়ে দেয় যে দুনিয়ার সফলতা যতই উজ্জ্বল হোক, তা সাময়িক। সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতা সবকিছু মৃত্যু মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়। দুনিয়া তাই মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়; বরং আল্লাহর পরীক্ষার ময়দান। ফলাফল মিলবে আখিরাতে।

আরেক স্থানে বলা হয়েছে:

“দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণামূলক ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।”

(وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)
[সূরা আলে-ইমরান: ১৮৫]

একই আয়াতে আল্লাহ সফলতার মূল মানদণ্ডও জানিয়েছেন:

“যে ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হলো এবং যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, সে-ই সফল।”

(فَمَنْ رُحِزَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ)
[সূরা আলে-ইমরান: ১৮৫]

রাসূল ﷺ দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে বলেছেন:

“দুনিয়া মুমিনের কারাগার এবং কাফিরের জান্নাত।”

(সহিহ মুসলিম, হাদীস ২৯০৬)

আরেক হাদীসে তিনি দুনিয়ার অস্থায়ী রূপ বোঝাতে বলেন:

“দুনিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন, যেন আমি একজন পথিক; এক গাছের ছায়ায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার চলতে থাকলাম।”

তিরমিযী, হাদীস ২৩৭৭

আখিরাতের সফলতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা স্থায়ী, নিরাপদ ও পূর্ণাঙ্গ। কুরআনে বলা হয়েছে:

“নিশ্চয়ই সফল হয়েছে মুমিনরা; যারা তাদের নামাজে গভীর বিনয়শীল।”

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

[সূরা মুমিনুন: ১-২]

ধন-সম্পদ বা পার্থিব অর্জনের কোনো মূল্য নেই যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে না থাকে।
এজন্য আল্লাহ বলেন:

“সেদিন ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না; কাজে আসবে কেবল সে
অন্তর, যা পরিশুদ্ধ অবস্থায় আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে।”

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾

[সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮-৮৯]

কুরআন মানুষকে দৃষ্টি উঁচু করতে বলে:

“তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিও না; আখিরাতই উত্তম ও অধিক স্থায়ী।”

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾
[সূরা আন-আ'লা: ১৬-১৭]

দুনিয়া ও আখিরাত মুসলিমের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং দুনিয়া হলো আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের ক্ষেত্র। এই দুনিয়ার সবই মানুষের জন্য পরীক্ষা।
অবশেষে আসল সফলতা প্রকাশ পাবে বিচার দিবসে:

“সেদিন কেউ কারও কোনো উপকার করতে পারবে না; সকল সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহর।”
﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾
[সূরা ইনফিতার: ১৯]

দুনিয়া ও আখিরাতের সুখের তুলনা

দুনিয়ার সুখ হলো দৃশ্যমান। অপরদিকে জান্নাতের সুখ প্রতিশ্রুত বিষয়, যা অদৃশ্য মানুষ স্বভাবতই চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ জিনিস দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। এ কারণে দেখা যায়, ভবিষ্যতে আল্লাহর ওয়াদাকৃত সুখের আশায় বর্তমানকে বিসর্জন দেওয়া তাদের কাছে অনেক কষ্টসাধ্য বলে মনে হয়। আর সেই প্রতিশ্রুত সুখ যদি মৃত্যুপরবর্তী জীবনের হয়ে থাকে, তাহলে তো ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ মানুষের এই সহজাত প্রবণতা লক্ষ করেই দুনিয়া ও জান্নাতের সুখের তুলনা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ দুনিয়া ও এর ভোগ সামগ্রীকে নিতান্তই তুচ্ছ বলেছেন। তিনি কুরআনে জান্নাত ও তার সুখসামগ্রীর সপ্রশংস বর্ণনা করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, জান্নাতের সুখ এত উন্নত, স্থায়ী, অর্থবহ ও সম্মানজনক যে এর সাথে দুনিয়ার সুখশান্তির কোনো তুলনাই সম্ভব নয়। অতএব বান্দা যেন জান্নাত ও আখিরাতের সুখ-সম্ভার লাভের চেষ্টা করে।

দুনিয়ার বিলাসিতার নিন্দা; অপরদিকে আখিরাতের সুখসম্ভারের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন-

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

দুনিয়া স্বল্পকালীন ভোগমাত্র। অতঃপর জাহান্নাম হবে তাদের আবাস। আর তা বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা। কিন্তু যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের থাকবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথ্য। আল্লাহর কাছে যা আছে, তা জন্য রয়েছে জান্নাত-যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত-সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথ্য। আল্লাহর কাছে যা আছে, সংকর্মশীলদের জন্য শ্রেয় [১]

وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ

خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

আপনি আপনার চোখদুটো কখনো প্রসারিত করবেন না তার প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণিকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি-তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। আপনার প্রতিপালকের দেওয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاكِ قُلْ أَوْفَىٰ بِوَعْدِهِمُ اللَّهُ يَوْمَ الدِّينِ أَمْ لَهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

* خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

নারী, সন্তান, রাশি রাশি স্বর্ণরৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে। বস্তুত এগুলো ইহজীবনের ভোগের বস্তু। আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। বলুন, আমি কি তোমাদের এই সব বস্তু থেকে উৎকৃষ্টতর কোনো কিছুর সংবাদ দেবো? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আর সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। তাদের জন্য আরো রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু দেখেন।

দুনিয়ার ওপর আখিরাতের ভোগ ও সুখসম্ভারের শ্রেষ্ঠত্বের বেশ কিছু দিক রয়েছে-

দুনিয়ার ভোগসামগ্রী তুচ্ছ ও স্বল্পকালীন:

... قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ

বলুন, দুনিয়ার ভোগ স্বল্পকালীন। আর আখিরাত কল্যাণকর ওই ব্যক্তির জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। [সূরা নিসা, আয়াত: ৭৭]

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিসে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখসম্ভারের তুলনা তুলে ধরে বলেন, 'বিশাল সমুদ্রে আঙুল চুবিয়ে ওঠালে, তাতে যতটুকু পানি লেগে থাকে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ঠিক ততটুকু। আর তোমার আঙুল ডুবিয়ে দেখো কত সামান্য পরিমাণ পানি তার সাথে উঠে আসে।

দুনিয়ার সুখোপকরণ যেহেতু তুচ্ছ ও স্বল্পকালীন, তাই যারা দুনিয়ার বিলাসিতাকে আখিরাতের অব্যাহতি সুখের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাদের তিরস্কার করে মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ
* الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

হে মুমিনগণ, তোমাদের কী যে হলো, যখন তোমাদের আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভরাক্রান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ো? তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে পার্থিব জীবনে পরিতুষ্ট হয়েছ? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সুখ-শান্তি তো একেবারেই নগণ্য।

আখিরাতের সবকিছু গুণে ও মানে অনন্য:

জান্নাতীদের পোশাক-আশাক, খাদ্য-পানীয়, প্রসাধনী-অলংকার এবং প্রাসাদ ও বাসগৃহ দুনিয়ার চিরচেনা জিনিসগুলোর চেয়ে বহু গুণ উত্তম; বরং দুনিয়া ও আখিরাতের এ সকল জিনিসের মাঝে তুলনা করাও এক ধরনের বাতুলতা। কেননা জান্নাতের চাবুক পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুই চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতের চাবুক পরিমাণ জায়গাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুই চেয়ে উত্তম।'

একই সাহাবি থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতের ধনুক পরিমাণ জায়গাও গোটা পৃথিবীর চাইতে শ্রেষ্ঠ।'

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতের কোনো নারী মাথা উঁচু করে দুনিয়ার দিকে তাকালে, দুনিয়াজুড়ে আলোর বন্যা বয়ে যেত; সমস্ত কিছু সুগন্ধে ভরে উঠত। আর জান্নাতি নারীর মাথার ওড়নাটাও দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুই চেয়ে বেশি মূল্যবান।'

জান্নাত দুনিয়ার তুচ্ছতা ও কদর্যতা থেকে মুক্ত:

দুনিয়ার খাদ্য-পানীয় গ্রহণের পরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয়। বিভিন্ন বস্তু পচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। দুনিয়ার মদ-মদিরা পান করলে মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তি লোপ পায়। নারীরা ঋতুবতী হয়; অস্বস্তিকর সময় পার করে। সন্তান প্রসব করে; প্রাণান্তকর কষ্ট ভোগ করে। দুনিয়ায় রোগ আছে, শোক আছে, বার্ধক্য আছে, জরা আছে। পক্ষান্তরে, জান্নাতে এসবের কিছুই থাকবে না। জান্নাতবাসীর প্রস্রাব-পায়খানার উদ্রেক হবে না। এমনকি তাদের কফ বা খুতু ফেলারও প্রয়োজন পড়বে না। দুনিয়ার বুকে একবার মৃত্যু হবার পরে জান্নাতে আর কখনো মৃত্যু মানুষকে স্পর্শ করবে না। জান্নাতে দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা-বেদনা-রোগ-শোক-যাতনা কিছুই থাকবে না।

জান্নাতের শরাব হবে বিশুদ্ধ, সুপেয় ও অমৃততুল্য। কুরআনের ভাষায়-

بنطاق عليهم بكأس من معين : بَيْضَاء لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا
يُنزَفُونَ

তাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্রে-শুভউজ্জ্বল। যা হবে পানকারীদের জন্য সুপেয়। তাতে ক্ষতিকর কিছু থাকবে না।

তা পান করে তারা মাতালও হবে না। [সূরা সাফফাত, আয়াত: ৪৫-৪৭]

পানি হবে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট; দুধ হবে সুপেয় ও সুস্বাদু-

... فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ..

জান্নাতে রয়েছে স্বচ্ছ-নির্মল পানির নহর। রয়েছে দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়।
মধু হবে খাঁটি ও পরিশোধিত-

... وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ...

আরো থাকবে পরিশোধিত মধুর নহর। [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৫]

নারীরা হবে ঋতু ও তৎসংশ্লিষ্ট অস্বস্তি থেকে মুক্ত-

... وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ...

সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। [সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫]

জান্নাতিদের হৃদয় হবে নিষ্কলুষ। কথা হবে মার্জিত ও সুমিষ্ট। কাজ হবে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত। তারা কখনো এমন কোনো কথা শুনবে না, যা মন বিষিয়ে তোলে, মেজাজ খিটখিটে করে দেয় কিংবা ক্রোধ জাগিয়ে তোলে। সহজ কথায়, জান্নাত অসার কথা ও অশালীন ক্রিয়া-কলাপ থেকেও মুক্ত থাকবে। কুরআনের ভাষায়-

... لَا لُغْوٍ فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ..

সেখানে কেউ অসার কথা বলবে না এবং পাপ কাজেও লিপ্ত হবে না।

জান্নাতকে অর্থহীন কথা ও অন্যায় ক্রিয়া-কলাপ মুক্ত করার লক্ষ্যে মুমিনদের প্রথমে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পোলে রাখা হবে। সেখানে তাদের পরিশুদ্ধ ও দায়মুক্ত করা হবে। কেউ কারো প্রতি কোনো অন্যায় করে থাকলে সেসব হিসাব মিটিয়ে দেওয়া হবে। এরপর তারা নিষ্কলুষ হৃদয় নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন তাদের মাঝে ঘৃণা, দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা এবং এ জাতীয় মানবীয় কোনো ব্যাধি থাকবে না। মহান আল্লাহ বলেন-

* وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ

আমি তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দেবো। তারা ভাইয়ের মতো পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে আসনে অবস্থান গ্রহণ করবে।

একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'জান্নাতিদের মাঝে বিরোধ বা বিদ্বেষ বলে কিছু থাকবে না। তাদের দেহ হবে ভিন্ন; মন হবে এক। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করবে।' [সহিহুল বুখারি: ৩২৪৫; সহিহ মুসলিম: ২৮৩৪]

ইবনু আব্বাস ও আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এই মর্মে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, 'মুমিনরা জান্নাতে প্রবেশ করে প্রথমে একটি ঝরনা থেকে পানি পান করবে। অমনি তাদের মজ্জাগত হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যাবে। এরপর তারা আরেকটি ঝরনা থেকে পান করবে। তখন তাদের গায়ের রং উজ্জ্বল হবে। চেহারা থেকে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকবে।' সম্ভবত তারা এই তত্ত্বটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে উদঘাটন করেছেন-

. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا

তাদের রব তাদের পান করাবেন পবিত্র পানীয় [সূরা ইনসান, আয়াত: ২১]

দুনিয়ার সুখ সাময়িক; আখিরাতের সুখ চিরন্তন:

দুনিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো লয় ও ক্ষয়; আর আখিরাতের বৈশিষ্ট্য হলো সৃষ্টি ও স্থিতি। এ কারণেই মহান আল্লাহ দুনিয়ার সুখসম্ভারকে সাময়িক বলে আখ্যায়িত করার পাশাপাশি আখিরাতের নিয়ামতকে চিরন্তন বলে ঘোষণা করেছেন-

... مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে; আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা রয়ে যাবে।[১]

* إِنَّ هَذَا لَرْزُقْنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ

এটাই আমার দেওয়া রিযিক। এর কোনো শেষ নেই।

... أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا ...

তার ফলমূল ও ছায়া চিরস্থায়ী।[৩]

মহান আল্লাহ উদাহরণের সাহায্যে দুনিয়ার সুখ ও জীবনোপকরণের ক্ষয়িষ্ণুতা বোঝাতে গিয়ে তাঁর রাসুলকে বলেন-

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ
الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ
رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উদাহরণও পেশ করুন: পার্থিব জীবন তো আকাশ থেকে বর্ষণ করা (বৃষ্টির) পানির মতো-যার কল্যাণে ভূমিজ উদ্ভিদ নিবিড় ঘন হয়ে উৎপন্ন হয়; পরে তা শুকিয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। স্থায়ী সৎকর্মগুলো আপনার প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য যেমন সেরা মাধ্যম; তেমনি আরাধ্য বস্তু হিসেবেও সেরা।

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ পার্থিব জীবন ও সুখভোগকে তুলনা করেছেন বৃষ্টির পানির সাথে। বৃষ্টির পানি মাটির সঙ্গে মিশে উদ্ভিদ, তৃণ ও বৃক্ষলতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। সেগুলোকে সবুজ-শ্যামল ও ফলবর্তী করে। কিন্তু এসব সামান্য সময়ের জন্য; দুই মাস, ছয় মাস কিংবা এক বছর মেয়াদি মৌসুমের জন্য। এরপরেই তা সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। শুকিয়ে যায়। হলদে ও পীতবর্ণ হয়ে যায়। সবশেষে ধূলিকণার সঙ্গে মিশে বাতাসে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায়। পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যও ঠিক তেমনি। এখানে কারো যৌবন চিরকাল থাকে না। অর্থ-কড়ি, ক্ষেত-খামার ও সন্তান-সন্ততিও সবসময় সাথে থাকে না; কিংবা থাকলেও কাজে আসে না। বেলা ফুরাতেই যৌবন বার্ধক্যে পরিণত হয়। শক্তি দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়। সুস্থতা ও আনন্দ রোগ-শোকের মাঝে হারিয়ে যায়। জীবনের আলোটুকুও একসময় নিঃশেষ হয়ে যায় মৃত্যুর আঁধারে। আপনজনেরা হয়ে যায় পর। নিভৃত কবরের সোঁদাগলময় মাটি আপনাকে বুকে টেনে নেয়। কিন্তু আখিরাত এমন নয়। আখিরাতে শেষ বলে কোনো কথা নেই। লয়-ক্ষয়ের কোনো ভয় নেই। এমনকি নিজের বাসস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। মহান আল্লাহ বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا

يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবো সেখান থেকে স্থানান্তরিত হতে চাইবে না কখনো।

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ..

আখিরাতের আবাস তো সর্বোৎকৃষ্ট। কতই না উত্তম মুত্তাকিদের আবাসস্থল [সূরা নাহল, আয়াত: ৯৬]

পার্থিব ভোগ-বিলাস জাহান্নামে যাওয়ার কারণ যারা আখিরাত ভুলে গিয়ে দিন-রাত দুনিয়ার জন্য পরিশ্রম করে, তাদের জীবনে একসময় চরম হতাশা ও অনুতাপ নেমে আসে। শুধু তা-ই নয়; অনেক সময় এটা তাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণও হয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ

الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে তোমাদের কর্মফল। (সেদিন) যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে, সেই হবে সফলকাম। পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

জান্নাতের সুসংবাদ ও জাহান্নামের ভয়ভীতি

জান্নাতের সুসংবাদ:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

[আল عمران: ১৩৬, ১৩৭]

"আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার প্রস্থ আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। তারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সংকর্মশীলদের ভালবাসেন। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমলকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!" [সূরা আলে-ইমরান: ১৩৩-১৩৭]

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতার কথা আলোচনার পরে বলেছেন,

قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُم لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَرْوَاحٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ)

[আল عمران: ১৫, ১৬]

"বল, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অর্জন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। যারা বলে, 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে

রক্ষা করুন'। যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী।" [আলে ইমরান: ১৫-১৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম' বলেন,

يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم : فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِّ فِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة: ١٧]

"আল্লাহ তা 'আলা বলবেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস তৈরি করেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তর কখনো তা চিন্তা করেনি। তোমরা যদি চাও এ কথার সমর্থনে এ আয়াত তিলাওয়াত করতে পার।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۚ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

অতঃপর কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময়স্বরূপ। [সূরা আস-সাজদা, আয়াত-১৭]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

সাহাল ইবন সা'দ আস-সা'আদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জান্নাতের এক সাওত তথা সামান্য চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে তার চেয়ে অনেক উত্তম।"।

وعن أنس له يرفعه: غَدَوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ، أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لِأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي الْخِمَارَ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর রাস্তায় চলা দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর চেয়ে উত্তম। তীরের দু'প্রান্তের দূরত্ব সমান বা কদম পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর চেয়ে উত্তম। জান্নাতের কোন নারী যদি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তবে

দুনিয়াতে সব কিছু আলোকিত ও খুশবুতে মোহিত হয়ে যাবে। জান্নাতি নারীর ওড়না দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।"

জাহান্নাম থেকে সতর্কঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
[التحریم: ٦]

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সে অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ আর পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, তারা আল্লাহর নির্দেশের ব্যতিক্রম করে না এবং তা-ই সম্পাদন করে, যা তাদের আদেশ করা হয়।" [সূরা আত্ব-তাহরীম: ৬]

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো, পরিবার পরিজনকে কল্যাণকর কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো, তাদেরকে শিক্ষা দাও ও আদব শিখাও কল্যাণকর কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং তাদেরকে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে উপদেশ দাও।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
[البقرة: ২৪]

"অতঃএব তোমরা সে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" [সূরা আল-বাকারাহ: ২৪]

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَاقَى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى
[الليل: ১৬, ১৭]

“অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে, তাতে নিতান্ত হতভাগা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না; যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।”
[সূরা আল-লাইল, আয়াত: ১৪, ১৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [الشعراء: ২১৪]، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ، فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنْقِدُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا «سَابِلُهَا بِنَالِهَا»

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এ আয়াত যখন নাযিল হয়

وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ [الشعراء: ২১৪]

“আপনি আপনার নিকটাত্মীয়কে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করুন।” [সূরা আশ- শু‘আরা: ২১৪]
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সবাইকে ডেকে সমবেত করলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, হে কা’আব ইবন লুয়াই এর বংশধররা!

তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে মুররা ইবন কা ‘আবের বংশধররা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে আবদে শামসের বংশধররা! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। হে ফাতিমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করো। মনে রেখো! (ঈমান ব্যতীকে) আমি তোমাদের কোনো কাজে আসব না। তবে হ্যাঁ তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো।’

•মুসলিম, হাদীস নং ২০৪।

عن أنس، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعَشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ فُرَيْشٍ، فَقَفَذُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرَصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ يَبْدُرُ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا رَحْلَهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرَى يُنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، أَيْسَرُكُمْ أَنْكُمْ أَطَعْتُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لِي رَسُولُ اللَّهِ، مَا نَكْلِمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ، قَوْلُهُ تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا وَتَقْيِيمَةً وَحَسْرَةً وَنَذْمًا

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, বদর যুদ্ধের দিন এর নির্দেশে চব্বিশজন কু রাইশ সর্দারের লাশ বদর প্রান্তরের একটি কদর্য আবর্জনপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে সে স্থানের উপকণ্ঠে তিনদিন অবস্থান করতেন। সে মতে বদর প্রান্তরে অবস্থানের পর তৃতীয় দিন তিনি তাঁর সাওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলেন, সাওয়ারী কষে বাঁধা হল। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেলেন। সাহাবাগণও তাঁর পেছনে পেছনে চলেছেন। তারা বলেন, আমরা মনে করেছিলাম, কোন প্রয়োজনে (হয়ত) তিনি কোথাও পদব্রজে (কিছু দূর) এগিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপে র কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ নিহত ব্যক্তিদের নাম ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন হে অমুকের পুত্র অমুক হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন অনুভব করতে পারছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল- এর আনুগত্য তোমাদের জন্য পরম খুশীর বস্তু ছিল? আমাদের প্রতিপালক আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছ কি বর্ণনাকারী বলেন, (এ কথা শুনে) ‘উমর আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি আত্মাহীন দেহগুলোকে সম্বোধন করে কি কথা বলছেন ? ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ আমি যা বলছি তা তাদের তুলনায় তোমরা অধিক শ্রবণ করছ না। কাতাদা রহ. বলেন, আল্লাহ তাঁর (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শোনাতে) তাদের ধমকি, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্ট, আফসোস এবং লজ্জা দেওয়ার জন্য (সাময়িকভাবে) দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন।’

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي فِي النَّارِ يَفْعَنُ فِيهَا، وَجَعَلَ يَحْجَرُ هُنَّ وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقْفَحْنَ فِيهَا، قَالَ فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا أَخَذُ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِي تَقْفَحُونَ فِيهَا

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , “আমার ও যে আগুন পতিত হতে শুরু উম্মতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক ব্যক্তির ন্যায় জ্বালিয়েছে, অতঃপর কীটপতঙ্গ উড়ে এসে তাতে করল। অনুরূপভাবে আমি

তোমাদের কোমর ধরে (আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি), তোমাদেরকে বলছি আগুন থেকে বাঁচো, আগুন থেকে বাঁচো, আর তোমরা জোরপূর্বক আগুনে পতিত হচ্ছে। 2

বুখারী, হাদীস নং ৩৯৭৬, মুসলিম, হাদীস নং ২৮৭৩-২৮৭৫।

2 মুসলিম, হাদীস নং ২২৮৪।

মহাসফলতা অর্জনের পাথেয়

মুমিনের জীবনে প্রকৃত সফলতা সেটাই, যার মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তাআলার রহমত ও সন্তুষ্টি লাভ করে। ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন পাড়ি দিয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের জীবনে সুখ ও শান্তি লাভ করে। আল্লাহ তাআলার নিআমতপূর্ণ জান্নাত লাভ করে। আযাব ও গযবের জাহান্নাম থেকে চিরমুক্তি লাভ করে।

যে কোনো মুসলমান জাগতিক বিষয়াদির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ফিকির করলে সফলতার এই সংজ্ঞায় একবাক্যে ঐকমত্য পোষণ করবে। এবং মনে-প্রাণে এই সফলতাকে কামনা করবে।

এই সফলতার কথা কুরআন মাজীদেও এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করবে এবং তোমাদের সকলকে কিয়ামতের দিন (তোমাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হবে। তখন যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। আর এই পার্থিব জীবন তো প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছু নয়। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৮৫

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لَمَْوْضِعُ سَوَاطِئِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

قَالَ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ

তোমাদের কারও চাবুক (-এর দৈর্ঘ্য প্রস্থ) পরিমাণ জান্নাতের জায়গা, দুনিয়া ও দুনিয়ায় অবস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

হযরত সাহল রা. বলেন, একথা বলার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করেন-

فَمَنْ رُخِزَ عَنِ النَّارِ وَأُنْجِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.

যাকেই জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। -তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২/১৭৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ৩০১৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৪১৭; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩১৭০

কুরআন মাজীদে আরও ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ.

সেদিন (কিয়ামতের দিন) যে ব্যক্তি থেকেই তা (জাহান্নামের শাস্তি) দূর করে দেওয়া হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই দয়া করলেন। আর সেটাই স্পষ্ট সফলতা। -সূরা আনআম (৬) : ১৬

সূরা মুমিনে মুমিনদের জন্য ফিরিশতাদের দুআর একটি অংশ লক্ষ্য করুন-

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

(হে আমাদের প্রতিপালক!) তাদেরকে সব রকম মন্দ বিষয় থেকে রক্ষা করুন। আর সেদিন আপনি যাকে মন্দ বিষয়গুলো (অর্থাৎ জাহান্নাম ও জাহান্নামের শাস্তি) থেকে রক্ষা করলেন, নিশ্চয় তার প্রতি দয়া করলেন। আর সেটাই মহা সফলতা। -সূরা মুমিন (৪০) : ৯

কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়ার মাধ্যমে মুমিনদের সফলতা লাভের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন-

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بَايَمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

(হে নবী) সেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন, তাদের সামনে ও ডান দিকে তাদের নূর ছুটাছুটি করছে। (তাদেরকে বলা হবে) আজ তোমাদের জন্য এমন জান্নাতের সুসংবাদ, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, যাতে তোমরা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা। -সূরা হাদীদ (৫৭): ১২

যে সফলতা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত, যে সফলতা হাদীসে নববীর বক্তব্য দ্বারা সাব্যস্ত এবং বিবেকবান প্রত্যেক মুসলমানের চিন্তা ও ভাবনায় যা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সফলতার প্রতি প্রত্যেকেরই আগ্রহ থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই সফলতা একজন মুমিনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। অতএব এর জন্য যে কোনো ধরনের ত্যাগ ও সাধনাকে গ্রহণ করা উচিত। এর জন্য জীবন-প্রাণ বিলিয়ে কাজ করা উচিত। যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لِمَنْ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ

নিশ্চয় এটাই প্রকৃত অর্থে মহা সফলতা। এমন সফলতার জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত। -সূরা সাফফাত (৩৭) : ৬০-৬১

আরও ইরশাদ হয়েছে-

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

এক্ষেত্রেই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। -সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ২৬

এই সফলতার প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বেশ কয়েকটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

এক. ঈমান ও আমলে সালেহ

কুরআন মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। এটাই মহা সফলতা। -সূরা বুরাজ (৮৫) : ১১

আরও ইরশাদ হয়েছে-

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদেরকে তো তাদের প্রতিপালক নিজ রহমতের ভেতর দাখিল করবেন। এটাই সুস্পষ্ট সফলতা। -সূরা জাছিয়া (৪৫) : ৩০

ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার নিচে নহর প্রবাহিত থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা। -সূরা তাগাবুন (৬৪) : ৯

হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحَّزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ

যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার কাছে যেন এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে, যখন সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে, তার প্রতি অন্যের যেমন আচরণ সে পছন্দ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৮৪৪

দুই. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য

কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। তারা তাতে থাকবে চিরদিন। আর এটাই মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জাহান্নামে, যাতে সে সর্বদা থাকবে এবং তার জন্য থাকবে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। -সূরা নিসা (৪) : ১৩-১৪

ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। -সূরা আহযাব (৩৩) : ৭১

তিন. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে (তাকওয়া অবলম্বন করে), তারাই সফলকাম। -সূরা নূর (২৪) : ৫২

ইরশাদ হয়েছে-

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَ لَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

স্মরণ রেখ, যারা আল্লাহর ঘনিষ্ঠ তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। তারা সেইসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। তাদের দুনিয়ার জীবনেও সুসংবাদ আছে এবং আখেরাতেও। আল্লাহর কথায় কোনো পরিবর্তন হয় না। এটাই মহা সফলতা। -সূরা ইউনুস (১০) : ৬২-৬৪

আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ، فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ، يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ، كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، يَدْخُلُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ، لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَ وَفَّيْنَاهُمْ عَذَابَ الْجَنَّةِ، فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

নিশ্চয়ই মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে থাকবে। উদ্যানরাজিতে ও প্রব্রবণে। তারা ‘সুন্দুস’ ও ‘ইসতাবরাক’ তথা পাতলা ও মোটা রেশমী কাপড় পরিহিত অবস্থায় সামনা-সামনি বসা থাকবে। তাদের সাথে এরকমই ব্যবহার করা হবে। আমি ডাগর ডাগর চোখবিশিষ্ট ছরদের সাথে তাদের বিয়ে দেব। সেখানে তারা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে সবরকম ফলের ফরমায়েশ করবে। (দুনিয়ায়) তাদের যে মৃত্যু প্রথমে এসেছিল, তা ছাড়া সেখানে (অর্থাৎ জান্নাতে) তাদেরকে কোনো মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে না এবং আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। এসব তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ হবে। এটাই মহা সফলতা। -সূরা দুখান (৪৪) : ৫১-৫৭

ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، حَدَائِقَ وَ أَعْنََابًا، وَ كَوَاعِبَ أَثْرَابًا، وَ كَأْسًا دِهَاقًا، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا كِدْبًا، جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا، رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ.

নিশ্চয় মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। উদ্যানরাজি ও আঙুর, সমবয়সী নব যৌবনা তরুণী এবং ছলকানো পান-পাত্র। সেখানে তারা কোনো অহেতুক কথা শুনবে না এবং কোনো মিথ্যা কথাও না। এসব হবে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পুরস্কার, (আল্লাহর) এমন দান, যা মানুষের কর্ম হিসাবে দেওয়া হবে। সেই প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, যিনি আকাশম-লী, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর মালিক, দয়াময়। -সূরা নাবা (৭৮) : ৩১-৩৭

ইরশাদ হয়েছে-

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। কোনো কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে না। এবং তাদের থাকবে না কোনো দুঃখ। -সূরা যুমার (৩৯) : ৬১

চার. সত্যবাদিতা

ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তাআলা বলবেন, এটা সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করবে। তাদের জন্য রয়েছে এমন জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তাতে তারা সর্বদা থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই মহা সফলতা। -সূরা মায়িদা (৫): ১১৯

পাঁচ. মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে-অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।

আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জালাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জালাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা। -সূরা তাওবা (৯) : ৭১-৭২

হয় : আল্লাহর পথে জিহাদ

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও তাদের সম্পদের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জাহ্নাত আছে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে। ফলে হত্যা করে এবং নিহতও হয়। এটা এক সত্য প্রতিশ্রুতি, যার দায়িত্ব আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীলেও নিয়েছেন এবং কুরআনেও। আল্লাহ অপেক্ষা বেশি প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী আর কে আছে? সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ, সেই সওদার জন্য তোমরা আনন্দিত হও এবং এটাই মহা সফলতা। -সূরা তাওবা (৯) আয়াত : ১১১

আরও ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ، تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাময় শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটা তোমাদের পক্ষে শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। এর ফলে আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন উদ্যানে, যার তলদেশে নহরসমূহ

প্রবাহিত থাকবে। এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসগৃহে বাস করাবেন, যা স্থায়ী জাহ্নামে অবস্থিত।
এটাই মহা সফলতা। -সূরা সাফ (৬১) : ১০-১২

ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং নিজেদের জান-মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় অনেক শ্রেষ্ঠ এবং তারাই সফলকাম। -
সূরা তাওবা (৯)

এই সূরারই আরেক জায়গায় মুনাফিকদের বিপরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের অবস্থা তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে-

لَكِنَّ الرُّسُولَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

কিন্তু রাসূল এবং যেসকল লোক তাঁর সঙ্গে ঈমান এনেছে তারা নিজেদের জান-মাল দ্বারা জিহাদ করেছে। তাদেরই জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ এবং তারাই কৃতকার্য। আল্লাহ তাদের জন্য এমন জাহ্নাম তৈরি করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বহমান, যাতে তারা সর্বদা থাকবে। এটাই মহা সফলতা। -সূরা তাওবা (৯)

সাত : সবর ও ধৈর্য

কিয়ামত দিবসের বিবরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

তারা যে সবর করেছিল সে কারণে আজ আমি তাদেরকে এমন প্রতিদান দিলাম যে, তারা সফল হয়ে গেল। -সূরা মুমিনুন (২৩)

ধৈর্যের বিনিময়ে জান্নাতের কথা কুরআন মাজীদের আরও বেশ কয়েকটি আয়াতে এসেছে। মূলত ধৈর্যের বড় একটি প্রকার হল, ইবাদত-বন্দেগী যথাযথভাবে আদায় করার ক্ষেত্রে ধৈর্য। আরেকটি প্রকার হল, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে ধৈর্য। ধৈর্যের তৃতীয় প্রকারটি হল বালা-মুসিবত ও বিপদ-আপদে ধৈর্য। মোটকথা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন ও নিষেধ থেকে বিরত থাকার জন্য ধৈর্যের গুণটি অপরিহার্য। ধৈর্য সম্পর্কে কুরআন মাজীদের আরেকটি আয়াত এই-

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদের প্রতিদান দিব। -সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

মোটকথা, যারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির নিবাস জান্নাত লাভ করবে তারাই প্রকৃত অর্থে সফলকাম। যারা জান্নাত পাবে আর যারা পাবে না, উভয়ে সমান নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ

জাহান্নামবাসী আর জান্নাতবাসী সমান হতে পারে না। মূলত জান্নাতবাসীগণই সফল। -সূরা হাশর (৫৯) : ২০

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَقُولُونَ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ! وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ؟ فَيَقُولُ: أَلَا أُعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَجَلٌ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا

আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ!

উত্তরে তারা বলবে, হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত এবং আপনার কাছে উপস্থিত হতে পেরে আমরা সৌভাগ্যবান! নিশ্চয় সকল কল্যাণ আপনার হাতে!

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা কি (জান্নাত পেয়ে) সন্তুষ্ট হয়েছ?

তারা বলবে, কেন সন্তুষ্ট হব না হে আমাদের রব! আপনি তো আমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা আপনার অন্য কোনো মাখলুককে দেননি।

আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম জিনিস দিব না?

তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কী আছে হে আমাদের রব!

আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ঘোষণা করলাম। এরপর আর কখনো আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৫১৮

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই মহা সফলতা। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَ رِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আল্লাহ মুমিন নর ও মুমিন নারীদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন উদ্যানরাজির, যার তলদেশে নহর বহমান থাকবে। তাতে তারা সর্বদা থাকবে এবং এমন উৎকৃষ্ট বাসস্থানের (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন), যা সতত সজীব জান্নাতে থাকবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস (যা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে)। এটাই মহা সফলতা। -সূরা তাওবা (৯) : ৭২

এই হল কুরআন মাজীদে বর্ণিত সফলতা ও সফলতা লাভকারীদের গুণ-পরিচয়। এইসব গুণ ও সফলতা প্রত্যেক ঈমানদারেরই একান্ত আরাধ্য এবং সর্বোচ্চ কাক্ষিক্ষিত বিষয়। এই সফলতার মূল বিষয় হল, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই মহাসফলতা দান করুন। এই সফলতার জন্য জীবন-প্রাণ বিলিয়ে মেহনত করার তাওফীক নসীব করুন- আমীন।

চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে নাজাত: জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ

মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে অকারণে পাঠাননি; বরং মানুষকে পাঠিয়েছেন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। আর তাই, সৃষ্টির সূচনা থেকে অসংখ্য নবি-রাসুলকে পাঠিয়ে আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। নবি-রাসুলের মাধ্যমে মানবজাতিকে নির্দিষ্ট পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষকে আল্লাহর পরিচয় জানানো, আল্লাহতে বিশ্বাস আনা, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে জানানো, আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে জানানো, আল্লাহর বিধি অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার আহ্বান জানানোই নবি-রাসুলদের প্রধান দায়িত্ব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় কী। জাহান্নামের স্থায়ী শাস্তি ভোগের কারণ যেহেতু কুফর, সেহেতু সংগত কারণেই এর প্রতিষেধক হলো ঈমান ও সৎকর্ম। এ কারণে দেখা যায়, মুসলিমরা ঈমান ও সৎকর্মের দোহাই দিয়ে মহান আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে-

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের পাপ ক্ষমা করুন এবং আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। [সূরা আলি-ইমরান, আয়াত: ১৬]

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ

যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র। আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। হে আমাদের রব, কাউকে আপনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করলে, তাকে তো নিশ্চিত লাঞ্ছিত করলেন। জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে এ বলে আহ্বান করতে শুনেছি যে 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের পাপ ক্ষমা করুন। আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদের সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন। হে

আমাদের রব, আপনার রাসুলগণের মাধ্যমে আমাদের যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা আমাদের দিন। আর কিয়ামতের দিন আমাদের লাঞ্ছিত করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। [সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৬]

কুরআন ও হাদিসের বহু জায়গায় জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সহায়ক কিছু আমলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে-

এক: আল্লাহর ভালোবাসা

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহ তার প্রিয়ভাজনকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন না।' [মুসনাদে আহমাদ; ১৫২৬৪]

দুই: সিয়াম

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, সিয়াম হলো জাহান্নাম থেকে ঢালস্বরূপ।

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সিয়াম আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ একটি ঢাল।' [মুসনাদে আহমাদ]

উপরন্তু কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় সিয়াম পালন করে, তবে সেটা হবে সোনায়ে সোহাগা, মহাসাফল্য। আবু সাইদ খুদরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় যে ব্যক্তি মাত্র ১ দিন সিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের অতিক্রান্ত দূরত্বে সরিয়ে রাখবেন।'

তিন: আল্লাহর ভয়

তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে আল্লাহ তার সকল বিষয় সমাধান করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ‘যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং এমন সূত্রে তাকে রিযিক দেন যার কল্পনা সে করেনি’ (তালাক ২-৩)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেক্রপ ভয় করা উচিত। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না’ (আলে ইমরান ১০২)।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করতে হবে। আর তাঁকে যে ভয় করবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন এবং তাকে মর্যাদা দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সেই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ‘আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু’টি জান্নাত’ (আর-রহমান ৪৬)।

তাকওয়া মুমিনের একমাত্র সম্বল। যা মানুষকে সম্মানিত করে। তাকওয়াশীলদেরকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

‘হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত’ (হুজুরাত ১৩)। এখানে আল্লাহ তা‘আলা পরহেযগার মানুষকেই সবচেয়ে বড় সম্মানিত মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অত্র আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, বংশ মর্যাদা সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয় এবং নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াও সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয়। মানুষ কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে ইহাকাল ও পরকালে সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের ভালবাসেন' (আলে ইমরান ৭৬)। উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করার জন্য তাকওয়াই হচ্ছে বড় মাধ্যম।

এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَنْقَاهُمْ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু' (বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ 'যার কর্ম তাকে পিছে সরিয়েছে, তার বংশ মর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)।

নবী কারীম (ছাঃ) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ -أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাকওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' (মুসলিম, বুলুগুল মারাম হা/১২৬৮)।

চার: জিহাদ

সহিস্সল বুখারিতে বর্ণিত এক হাদিসে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যার দুই পায়ে আল্লাহর পথের ধূলা লেগেছে, তাকে কখনো জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কাফির এবং তার ঘাতক কখনো জাহান্নামে একত্র হবে না।

পাচ: জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

মহান আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

(আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা) যারা বলে, হে আমাদের রব, আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি রোধ করুন। তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে অতি নিকৃষ্ট।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কোনো বান্দা যখন তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত বলে, হে আল্লাহ, আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। অনুরূপ কোনো মুসলিম যখন আল্লাহর কাছে তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ, আপনি তাকে আমার থেকে মুক্তি দিন।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরেশতাদের সঙ্গে আল্লাহর কথোপকথনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, 'আল্লাহ ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দারা কী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে? তারা বলে, জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা বলে, হে আমাদের রব, আপনার শপথ, তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, না দেখেও কীভাবে তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইছে? ফেরেশতারা বলে, তারা যদি জাহান্নাম দেখত, তাহলে তা থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করত এবং সর্বোচ্চ ভয় পোষণ করত। আল্লাহ বলেন, তাহলে তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'

আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে ঈমান আনার, ঈমানের ওপরে অটল থাকার ও বেশি বেশি নেক আমাল করার তাওফিক দান করুন। তাওবার মাধ্যমে সমস্ত পাপ মুছে ফেলে পরিপূর্ণ ঈমান নিয়ে যেন আমরা আল্লাহর সান্নিধ্যে যেতে পারি। আল্লাহ প্রত্যেক মুমিন-মুমিনাকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা করুন।

উপসংহার

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

“তাদের মধ্যে কেউ হবে দুর্ভাগা, আর কেউ হবে সৌভাগ্যভান” [সূরা হূদ, ১০৫]

প্রতিটি মানুষই চায় সুখ-শান্তি-সফলতা। তবে বাস্তবিক ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ এ সফলতার ধারণাকে কেবল পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। বস্তুগত উন্নতি, বাড়ি-গাড়ি কিংবা সামাজিক মর্যাদা অর্জনের জন্য মানুষ নিরন্তর পরিশ্রম করে; ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, হিসাব-নিকাশ এবং অগণিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুন্দর করার চেষ্টা চালায়। অথচ পরকাল নামক অনিবার্য বাস্তবতা—যা চিরস্থায়ী ও অনন্ত তা নিয়ে ভাবনার সময় কিংবা আন্তরিক প্রস্তুতি অনেকের জীবনেই অনুপস্থিত থেকে যায়।

বস্তুত, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরকালের জীবনই মানবজীবনের প্রকৃত ও স্থায়ী পরিণতি। সেই জীবনের সফলতাই চূড়ান্ত সুখ, শান্তি ও কল্যাণ। অতএব প্রকৃত প্রজ্ঞাবান তারা-ই, যারা দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনকে পরকালের প্রস্তুতির ক্ষেত্র হিসেবে দেখে এবং এখানেই নিজের জন্য চিরস্থায়ী সফলতার পাথেয় সংগ্রহ করে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ বলেছেন, যখন জান্নাতিরা জান্নাতে এবং জাহান্নামিরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এনে জবাই করে দেওয়া হবে। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতিগণ, আর মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামিগণ, আর মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতিদের আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামিদের পেরেশানি আরও বেড়ে যাবে।

আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি সাদা মেষের আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে সবার সম্মুখে জবাই করা হবে। তখন খুশিতে আত্মহারা হয়ে কেউ যদি মারা যেত, তাহলে জান্নাতিরা মারা যেত। আর পেরেশানিতে হৃদয় ফেটে কেউ যদি মারা যেত, তাহলে জাহান্নামিরা মারা যেত।

আবু সাইদ খুদরি থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ বলেছেন, যার জন্য স্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকা নির্ধারিত হয়ে যাবে, সে জাহান্নাম থেকে আর কক্ষনো বের হবে না।

পরিশেষে আমরা আল্লাহর কাছে তাঁর আজাব থেকে পানাহ চাই এবং তাঁর রহমতের প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে পরকালের জীবনে মহাসফলতা দান করেন। এবং চূড়ান্ত ব্যর্থতা থেকে নাজাত দেন।

তথ্যসূত্র

- জাহ্নাতের সৌন্দর্য ও জাহান্নামের ভয়াবহতা, ড. ওমর সুলাইমান আল-আশকার
- মহাসফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা, সাঈদ ইবনে আলী আল কাহতানী, ২০১৯
- জীবনের ওপারে, ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক আল-ইশিলি, জুন ২০২০
- পরকালের প্রস্তুতি, শাইখ খালিদ আল-হুসাইনান রহ., অক্টোবর - ২০১৮
- মাসিক আল কাউসার- কুরআন মাজীদে সফলতার কথা
- হাদীস বিডি